অপূর্ণতা-র প্রথম ঝলক



■ ঋষভ ও অঙ্কিতা

ফ্রাইডে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আসছে নতুন সিরিজ। ঋষভ দত্তর পরিচালনায় তৈরি হয়েছে 'অপূর্ণতা'। ১৬ অক্টোবর মুক্তি পেল এই সিরিজ। অভিনয়ে রয়েছেন ঋষভ বসু, বিদীপ্তা চক্রবর্ত্তী, অঙ্কিতা দাস, স্বরলিপি ঘোষ, দুর্বার শর্মা, শঙ্কর দেবনাথ, মিনাশ্রী সরকার, তুলিকা বসু, সুবিমল কান্তি দত্ত, কৌস্তভ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত সহ আরও অনেকে। উপস্থাপনায়, রূপা দত্ত। প্রযোজনায়, ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড।

সিরিজের গল্পে শাওন কলকাতার ছেলে। তাঁকে একটা দুঃস্বপ্নে তাড়া করে বেড়ায়। সে দেখে বারবার পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। তার জীবন এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় যখন সে সিকিমে মেয়ে চূর্ণির সঙ্গে দেখা করে এবং তার কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে সে চূর্ণির বাড়ি এবং পরিবারের সঙ্গে এক অদ্ভুত পরিচিতি অনুভব করে, বিশেষ করে চূর্ণির মা নন্দিনীর সঙ্গে। নন্দিনীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। সে শাওনের মধ্যে বহু বছর আগে রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক অয়নের যোগসূত্র খুঁজে পায়।

স্মৃতি ও রহস্যের সীমানা ধূসর করে দিয়ে, 'অপূর্ণতা: ইনকমপ্লিট লাভ স্টোরিজ' প্রেম, ক্ষতি এবং অসমাপ্ত আবেগের এক মনোমুগ্ধকর গল্প বুনতে থাকে। যেখানে মনের টান সময় ও মৃত্যুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কি না, সেই উত্তর দেবে।

ক্ষমতা-খবরের সম্মুখসমরে

খবরের খোঁচায় কি হারিয়ে দেওয়া যায় প্রতিপক্ষকে? নতুন ছবি 'রিপোর্টিং লাইভ' দেখে লিখছেন পরমা দাশগুপ্ত।



প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুঘুর বাসা। ক্ষমতার নামে দেদার দুর্নীতি। বেআইনি মুনাফায় প্রতিপত্তির মদত। আর কেউ মুখ খুলতে চাইলে তাকে চিরতরে চুপ করিয়ে দেওয়া।

সরকারি হোক বা বেসরকারি পরিসর, রাজনীতি হোক বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সিন্ডিকেট, রাজ্যে-রাজ্যে, দেশে-দেশে এ ছবিটাই তো বরাবর দেখে এসেছে আমজনতা। কখনও সেই ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, কখনও বা তুমুল চাপে বিকিয়ে যেতে হয়েছে সংবাদমাধ্যমকেও। তবু আজও তার মধ্যে জেগে থাকে কিছু নাছোড় জেদ, যারা যে কোনও মূল্যেই সত্যিটাকে সামনে আনতে চায়। সে ভয়কে জয় করে ফেলা আদ্যোন্ত ছাপোষা কোনও মানুষই হোক বা কোনও ভাবেই আপস করতে নারাজ সাহসী সাংবাদিক। তারা প্রত্যেকেই জ্বালিয়ে রাখতে চায় আশার আলো। কিন্তু কী হয় তার পরিণতি? সত্যিই কি সত্যিটাকে দিনের আলোয় টেনে বার করে আনা যায়? নাকি মাসুল গুনতে হয় সাহস দেখানোর?

সেই উত্তরগুলোই খুঁজতে চেয়েছে নেটফ্লিক্সের নতুন ছবি 'রিপোর্টিং লাইভ'। ধ্রুব ত্রিপাঠী পরিচালিত ক্রাইম থ্রিলারে বালি মাফিয়াদের পর্দাফাঁস করতে মরিয়া দুই সাংবাদিকের গল্পে যথারীতি অভিনয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন পরিণীতি চোপড়া এবং দেবেন ভোজানি। যে কাহিনির ভাবনা ঘুরপাক খায় বাস্তবের অপরাধ দুনিয়ার অলিগলি-রাজপথেই।

গল্পের দুই মূল চরিত্র, ক্রাইম জার্নালিস্ট সন্ধ্যা যাদব (পরিণীতি) এবং ভিডিও জার্নালিস্ট বিনোদ শর্মা (দেবেন) চাকরি করে মুম্বইয়ের আজাদ ভারত চ্যানেলে। নেশার মতো তাদের তাড়িয়ে বেড়ায় খবরের গন্ধ আর সত্যসন্ধানের খিদে। একালের রেষারেষিময় সাংবাদিক-জীবনের নিয়ম মেনে দিন-রাত ব্রেকিং নিউজ আর প্রাইমটাইমের পিছনে ছোটে দু'জনে। এর মধ্যেই লাগোয়া জেলার বিসরগাঁওয়ে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পড়ে যায় স্কুলপড়ুয়া-ভর্তি বাস। সেই দুর্ঘটনা-মৃত্যুর খবর লাইভ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সন্ধ্যা ও বিনোদ। তারা অবাক হয়ে দেখে রাজনীতির কারবারিরা সন্তানহারা গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছে, সূর্যগ্রহণে ঘর থেকে বেরোনোর দোষেই এমন বিপর্যয়। সন্ধ্যা আঁচ করে কোনও কিছু ঢাকাচাপা দিতেই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। তারা পেয়েও যায় বৃদ্ধ শিবা কাকাকে (অমল পালেকর), যিনি ওই ব্রিজের নির্মাণের দিকে আঙুল তুলতেই তাঁর উপর চড়াও হয় রাজনীতিকের দলবল। শিবাকাকার পিছনে ছিনেজোঁকের মতো লেগে থেকে সন্ধ্যা ও বিনোদ জানতে পারে এ চত্বরে বালি-মাফিয়াদের রমরমার কথা। বেআইনি ভাবে নিয়মিত নদীর নীচের বালি তোলার ফলেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এলাকার ব্রিজ, বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে চাষের জমি। ট্রাকে ট্রাকে ভর্তি সেই বালি চলে যাচ্ছে শহরে, একের পর এক বহুতল নির্মাণের রসদ হয়ে। আর গোটাটার পিছনে রয়েছে বড়সড় মাথারা। প্রতিরোধ, হেনস্থা, হুমকি বা বিপদের তোয়াক্কা না করে সন্ধ্যা আর বিনোদ লেগে পড়ে প্রমাণ জোগাড়ে। এতে একদিকে তারা যেমন পাশে পায় নিউজ এডিটর বিদুরকে (আদিল হুসেন), তেমনই চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে এ খবর বন্ধ করতে চ্যানেল-মালিক শ্যামের (শেখর সুমন) চাপাচাপি। সব বাধা পেরিয়ে সন্ধ্যা আর বিনোদ কি পারবে এই ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করতে? খুঁজে পাবে বালি মাফিয়াদের আসল চাঁইকে? এই সাহস দেখানোর বিনিময়ে কোন মাসুল গুনতে হবে তাদের? সে সব নিয়েই এগিয়েছে ঘণ্টা দুয়েকের ছবির গল্প।

ওয়েব ওয়েভ

দুই সাংবাদিক চরিত্রে আরও একটু কমবয়সী কেউ থাকলে হয়তো ভাল হত। তবে সে খামতিটাকে বুঝতে দেননি পরিণীতি বা দেবেন কেউই। সন্ধ্যা বা বিনোদকে, তাদের খবরের খিদে, হতাশা কিংবা টানাপোড়েনগুলোকে নিখুঁত করে ফুটিয়ে তুলেছে তাঁদের দুরন্ত অভিনয়। বিদুর ও শ্যাম হিসেবে আদিল এবং শেখর দু'জনেই নজরকাড়া হলেও ছোট্ট পরিসরে তাঁদের বিশেষ কিছু করার ছিল না। শিবা কাকার চরিত্রটা এ গল্পে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতেই আটকে গিয়েছেন অমল। বলা বাহুল্য, তাতেও তিনি অনবদ্য। তুমুল কর্পোরেট কিং হিসেবে নাসির কিংবা দেবেনের স্ত্রী পূজার চরিত্রে প্রাচী শাহকে ভালই লাগে।

কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট মুহূর্তে আবেগ-অনুভূতির কোলাজ, দুর্নীতি-ক্ষমতার দাপাদাপি কিংবা খবর খোঁজার ডিটেলিং মন কাড়লেও গল্প হাঁটল বড্ড চেনা ছকে। নিউজরুমে সেই খবর বনাম ক্ষমতার চেনা লড়াই। ষড়যন্ত্র ফাঁসের মরণপণ ছোটাছুটি বা বিপদের আশঙ্কাতেও চেনা চেনা গন্ধ। সত্যসন্ধানের ক্লু-ও কেমন যেন হাতের নাগালেই রাখা। ফলে ক্রাইম থ্রিলারের পরতে পরতে যে টানটান উত্তেজনার প্রত্যাশা থাকে, তার দেখা মেলেনি। কেমন যেন সাদামাটা আর ফিকে লাগে সরলরেখায় চলা টানাপোড়েনগুলো। এমনকি, এ গল্প যে উচ্চতায় পৌঁছতে পারত, চড়াতে পারত পারদ, সেখানে ক্লাইম্যাক্স বেশ খানিকটা হতাশই করে।

তবে বালি-মাফিয়ারা পরিবেশ-প্রকৃতির ঠিক কতটা ক্ষতি করে দিচ্ছে, নদীর বুক থেকে অবৈধভাবে ঝুড়ি ঝুড়ি বালি তুলে আনা ঠিক কতখানি বিপদের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে জনজীবনকে— সে সত্যিটাকে সামনে আনার জন্যই কুর্নিশ প্রাপ্য পরিচালক-কাহিনিকারের। বিশেষত যেখানে পরিচালক ধ্রুবর এটাই প্রথম ছবি। আর সে কারণেই খামতিগুলো হয়তো ক্ষমা করে দেওয়া যায়। কী বলেন?

ছোটপর্দায় ফিরছেন নীলাঙ্কুর



■ নীলাঙ্কুর মুখার্জি

ছোটপর্দায় ফিরছেন স্টার জলসার 'রাঙামতি'র নায়ক নীলাঙ্কুর মুখার্জি। অন্যদিকে, নায়িকার চরিত্রে ফিরছেন 'ঘূর্ণি' সপ্তাশ্রী নন্দ। দুই নায়ক-নায়িকাকে আবার ছোটপর্দায় দেখতে পাওয়ার খবরে দারুণ খুশি অনুরাগীরা। তবে এবার আর স্টার জলসায় নয়, তাঁরা ফিরছেন জি বাংলার হাত ধরে। সুরিন্দর ফিল্মসের ব্যানারে আসছে নতুন এক ধারাবাহিক। সেখানেই মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে তাঁদের।

সুরিন্দর ফিল্মসের প্রযোজনায় এই মেগার গল্পে সপ্তাশ্রীকে দেখা যেতে চলেছে গ্রাম্য মেয়ের চরিত্রে। তাঁর চরিত্রটি সৌভাগ্য বয়ে আনে মানুষের জীবনে। কিন্তু নিজের বাড়িতেই অবহেলার শিকার সে। তার জীবনে সুখের প্রতীক হয়ে আসবে নায়ক। এভাবেই এগোবে গল্প। জি বাংলার এই ধারাবাহিক আসায় কোন ধারাবাহিক শেষ হবে, এখন সেটাই দেখার। নিত্যনতুন টুইস্টে এখন অনেক মেগাই জনপ্রিয়তায় রয়েছে। কিন্তু শেষের পথে হাঁটবে কোন জুটি, ইতিমধ্যেই সেই নিয়ে চিন্তিত অনুরাগীরা।

প্রসঙ্গত, স্টার জলসায় অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়েছিল ধারাবাহিক 'ঘূর্ণি'। প্রথম মেগায় দর্শকের থেকে দারুণ ভালবাসা পেয়েছিলেন সপ্তাশ্রী। ওই ধারাবাহিক শেষ হতেই ফের নতুন কাজে ফিরছেন তিনি। অন্যদিকে নীলাঙ্কুরকে এর আগে বহু মেগায় দেখেছেন দর্শক। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল হইচই-এর সিরিজ 'দেবীপক্ষ'-এও। এবার আরও একটা নতুন চরিত্র নিয়ে তিনি পর্দায় ফিরছেন।

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, দুর্গাপুর নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর–৭১৩২১৩, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
ই–মেল : cs8222@pnb.bank.in

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ১৪.১০.২০২৬ তারিখে দুর্গাপুরের ০৫৪৬২০–মায়াবাজার ব্রাঞ্চের ক্রম নং ১–এর ঋণগ্রহীতা মেসার্স বি কে কনস্ট্রাকশন–এর ক্ষেত্রে প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২০.১১.২০২৬ তারিখে নির্ধারিত নিলামে অনুগ্রহ করে সম্পত্তি ১–এর বিড বৃদ্ধির সঠিক পরিমাণ ₹২০০০০.০০–এর পরিবর্তে ₹৫০০০০.০০ হিসেবে পড়ুন এবং সম্পত্তি ২–এর বিড বৃদ্ধির পরিমাণও ₹২০০০০.০০–এর পরিবর্তে ₹৫০০০০.০০ হিসেবে পড়ুন। বাকি অন্যান্য বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে।

তারিখ: ১৫.১০.২০২৬, স্থান: দুর্গাপুর — অনুমোদিত আধিকারিক

ফর্ম নং: ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য]
প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড ডাক দ্বারা, হাতে করে, ব্যর্থ হলে প্রকাশনের মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসার–I/II–এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ নং ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা– ৭০০০৭১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ধারা নং ২৫ থেকে ২৮ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

আরসি/৮৭/২০২৬ — ১৪.০৯.২০২৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স মা চন্ডী রাইস মিল

প্রতি:
(সিডি ১) মেসার্স মা চন্ডী রাইস মিল
শ্রী রামপদ সাউ
গ্রাম + পোঃ– জাবুই, থানা– মেমারি বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১৪৬
(সিডি ২) শ্রী রামপদ সাউ
পিতা– শ্রী বাসুদেব সাউ
সুরঙ্গ পশ্চিমপাড়া, খন্ডঘোষ, থানা– খন্ডঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪২৩
(সিডি ৩) শ্রী মুক্তিপদ সাউ
পিতা– প্রয়াত গোপাল চন্দ্র সাউ
সুরঙ্গ পশ্চিমপাড়া, খন্ডঘোষ, থানা– খন্ডঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪২৩

এতদ্দ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, **ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ২),** ও.এ/৯৭/২০১৯–এর আদেশ অনুযায়ী জারিকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট মোতাবেক আপনাদের (যৌথ ও এককভাবে/ পূর্ণত/ সীমাবদ্ধ) থেকে **₹৮৪১২৮০৮৬.৫৩ (আট কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠাশ হাজার ছিয়াশি টাকা এবং তিপান্ন পয়সা মাত্র),** এবং তার ওপর **০১.০৬.২০১৯ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১২.২০% হারে** বকেয়া ও ভবিষ্যতের সরল সুদ ও মাশুল বাবদ **₹১৫০০০৫/– (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচ টাকা মাত্র)** বকেয়া ও অন্যান্যরা হিসেবে।

২. এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য আপনাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান মোতাবেক আপনাদের বিরুদ্ধে বকেয়া পুনরুদ্ধারের আইনি প্রক্রিয়া চালানো হবে।

৩. এতদ্দ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখের মধ্যে আপনাদের পরিসম্পদসমূহের বিশদ খতিয়ান একটি হলফনামার মাধ্যমে ঘোষণার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৪. এতদ্দ্বারা এই কার্যাদির পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে **১৭.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে** হাজির থাকার জন্য আপনাদের প্রতি আদেশ জারি করা হচ্ছে।

৫. ওপরে লেখা অর্থাঙ্ক ছাড়াও আপনারা নিম্নলিখিত অর্থাঙ্ক প্রদানে দায়বদ্ধ:
(ক) কার্যাদি সম্পন্নকারী এই সার্টিফিকেটের বিজ্ঞপ্তি/ প্রক্রিয়া শুরুর পরবর্তী মেয়াদের জন্য প্রদেয় সুদ;
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি ও পরোয়ানার পরিষেবা এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের কার্যাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি।

নীচে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম। তারিখ: ১৪.০৯.২০২৬।

স্বা/– রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা
(ডিআরটি– ২)

ফর্ম নং আরএসসি–৪
[রুল ৩(৩) অনুযায়ী]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল কলকাতা বেঞ্চ ১, কলকাতা–এর সমীপে
সিপি নং ২১৮/ কেবি/২০২৬

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ধারা ৬৬ এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রাসঙ্গিক সংস্থানগুলির পাশাপাশি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কোম্পানির শেয়ার মূলধন হ্রাসের পদ্ধতি) রুলস, ২০১৬–এর বিষয়ে
এবং
শেয়ার মূলধন হ্রাসের বিষয়ে: **মেসার্স মঙ্গলম ইন্ডিয়া লিমিটেড,** কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর অধীনে একটি বিদ্যমান কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১০ প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০৭২–এ অবস্থিত।

...আবেদনকারী

বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল ('ট্রাইব্যুনাল') কলকাতা বেঞ্চের কাছে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে উল্লিখিত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ₹৫,২১,১৪,২১০/– (পাঁচ কোটি একুশ লক্ষ চোদ্দ হাজার দুশো দশ টাকা মাত্র) থেকে, যা প্রতিটি ₹১০/– (দশ টাকা) মূল্যের ₹৫২,১১,৪২১ (বাহান্ন লক্ষ এগারো হাজার চারশো একুশ মাত্র) ইক্যুইটি শেয়ারে বিভক্ত, তা হ্রাস করে ₹৫২,১১,৪২০/– (বাহান্ন লক্ষ এগারো হাজার চারশো কুড়ি টাকা মাত্র)–তে নিশ্চিত করার জন্য একটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল, যা প্রতিটি ₹১০/– (দশ টাকা) মূল্যের ₹৫,২১,১৪২ (পাঁচ লক্ষ একুশ হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ইক্যুইটি শেয়ারে বিভক্ত, এবং এই হ্রাস প্রতিটি ₹১০/– মূল্যের ₹৪৬,৯০,২৭৯ (ছেচল্লিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুশো উনআশি টাকা মাত্র) ইক্যুইটি শেয়ার বাতিল ও অবলুপ্ত করার মাধ্যমে করা হবে।

ব্যক্তিগত পাওনাদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করা হয়েছে। কোম্পানির দ্বারা ০৬ জুলাই, ২০২৬ তারিখে প্রস্তুত করা পাওনাদারদের তালিকাটি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে তিন মাস সময়ের জন্য সমস্ত কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে উপলব্ধ রয়েছে। কোম্পানির কোনো পাওনাদারের যদি আবেদনটি বা পাওনাদারদের তালিকার বিবরণের বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকে, তবে তা (সমর্থনকারী নথিপত্র সহ) এবং তাঁর নাম ও ঠিকানার বিবরণ এবং তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা, যদি কেউ থাকেন, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের তিন মাসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে ১০ প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০৭২ ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে।

যদি উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি পাওয়া না যায়, তবে কোম্পানির শেয়ার মূলধন হ্রাস করার জন্য উপরোক্ত আবেদনের অধীনে সমস্ত কার্যধারায় পাওনাদারদের তালিকার ভুক্তিগুলিকে সঠিক বলে গণ্য করা হবে।

এটিও উল্লেখ্য যে শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ একটি শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে, যেদিন ট্রাইব্যুনাল আবেদনটির শুনানি করবে। কোনো পাওনাদার যদি শুনানিতে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে তাঁর আপত্তি সহ, যদি কিছু থাকে, একটি অনুরোধ জানাতে হবে।

স্বাঃ/–
মঙ্গলম ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
মনোজ সারাওগি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN-00278490
কোম্পানির অনুমোদিত প্রতিনিধি

---

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৫৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com

শাখা অফিস : ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী **'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সম্প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রযোজ্য হলে) আইনি উত্তরাধিকারিগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com।**

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/ KOL/ 0218/ 494828 বৃন্দাবন ঘোষ / সুনীতা ঘোষ শাখা অফিস: কলকাতা	₹ ৩৪,৯৩,৫৬৩.৬১ এবং ২৪.০৬.২০২১	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ৭ ছটাক ২৪ বর্গফুট মাপের জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরে ৩টি বেডরুম, ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট ও ২টি বালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি	₹ ২৪,৭৬,০০০/–	₹ ২,৪৭,৬০০/–	২.১১.২০২৬	₹ ১০,০০০.০০	২৪.১০.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	০৩.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৩টি	জানা নেই
			১৫৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪/ডি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং পি সি চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০১১০, মৌজা– সোদপুর, জে এল নং ৮, আর এস নং ৪৫, তৌজি নং ১৬৮, আর এস খতিয়ান নং ১২৪৪, এল আর খতিয়ান নং ৯৯১, আর এস দাগ নং ৪৭, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৭। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর–** প্রয়াত কিশোরী মোহন সরকারের বাড়ি; **দক্ষিণ–** রাজেশ্বর কর্মকার ও মৃণাল হালদারের বাড়ি; **পূর্ব–** পূর্বসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিম–** পুকুর।							
HOU/ KOL/ 1217/ 470993 বিশ্বরূপ বেরা ও নন্দিতা সাঁতরা, শাখা অফিস: কলকাতা	₹ ৪৫,৭৭,৩২২.৩৯ এবং ১৪.০৮.২০২৫	বাস্তবিক দখল	৪৩ ডেসিমেল বা ২৬ কাঠা, ৩ ছটাক, ১৩ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত রাজওয়াদা এমরোল্ডস নামে পরিচিত জি+ সাততলা বিল্ডিংয়ের ব্লক–১ এর ফ্লোর ৭, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ১/৭এ এর সমগ্র, সুপার	₹ ৪১,২২,০০০/–	₹ ৪,১২,২০০/–	২.১১.২০২৬	₹ ১০,০০০.০০	২৪.১০.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	০৩.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৩টি	জানা নেই
			বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৯২ বর্গফুট তৎসহ গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস মাপ ১২০ বর্গফুট, যার অবস্থান: মৌজা–রাজপুর, জে এল নং ৫৫, আর এস দাগ নং ৪৩ ও ৩৮, আর এস খতিয়ান নং ৩১১ ও ১২, হোল্ডিং নং ১৩, এম এস রোড, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৪৯। **সম্পত্তির চৌহদ্দি: পূর্ব–**এম এস রোড ওরফে এম এস সি বোস রোড; **পশ্চিম–**আর এস দাগ নং ৪৩ (অংশ); **উত্তর–**আর এস দাগ নং ৪৪, ৩৬, ৩৭ ও ৯ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; **দক্ষিণ–**৯ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং আর এস দাগ নং ৪০ ও ৪১।							

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত বাদে)। পরবর্তী যাবতীয় দায় সফল ক্রেতা/ডাকদাতাকেই আদায় দিতে হবে। উল্লিখিত দায়গুলির পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য ক্রেতা(গণ)/ ডাকদাতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে। |১| আজকের তারিখ পর্যন্ত উপরিলিখিত স্থাবর সম্পত্তি/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি, দায় ঝেড়ে ফেলা ও/বা হস্তান্তর করায় পিএনবি এইচএফএল/ পিএনবি এইচএফএল–এর অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনও আদেশ/ আদালতের স্থিতাবস্থা জারির নির্দেশ নেই। |২| নিজেদের দরপত্র/ বিড আগ্রহিকেশন ফর্ম জমা দেওয়া বা দরপত্রস্তাব(সমূহ) পেশের আগে সম্ভাব্য ক্রেতা/ ডাকদাতা এবং আগ্রহী পক্ষগণ ওপরের টেবিলে কলাম নং 'K'–তে উল্লিখিত মামলা/ জরিক্ত আদ